আমাদের ‘‘মুক্ত-মনা’’

জাহিদ রাসেল

বাংলাভাষী জনগোষ্ঠির মধ্যে ‘‘ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুক্ত’’মানুষের সংখ্যা কত? আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে যথাযথ কোন জরীপ হয়নি। তবে নিজেদেরকে ‘‘ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত’’ বলে পরিচয় দান কারী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি যে হবে না তা নিশ্চিত। আমাদের গোড়া ও পিছিয়ে পরা সমাজ ব্যবস্থায় এই‘‘ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত ’’ মানুষেরা তাদের নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে না, এখনে মানুষের প্রশ্ন করবার অধিকার মেনে নেয়া হওয় না, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা এখানে প্রতি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়। আরজ আলী মাতুব্বর থেকে শুরু করে আহমেদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ,তাসলিমা নাসরিনরা এখানে অবাঞ্চিত হোন বিভিন্ন সময়ে। কখনো মুরদাত ঘোষনা করে, কখনো বই নিষিদ্ধ করে, কখনো হত্যার হুমকি দিয়ে, কখনো দেশ থেকে বিতাড়িত করে আবার কখনো শারিরিক ভাবে হামলা চালিয়ে এখানে মুক্তবুদ্ধির চচ্চার্কে করা হয়েছে বাধা গ্রস্থ।

আমি ব্যাক্তি জীবনে ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত। যদিও আরজ আলী মাতুব্বর ,আহমেদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, প্রবীর ঘোষের বই আমাকে ভিন্নভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, তবু নিজেকে খুব একা লাগতো কারণ আমি জন্মেছি গোড়া মুসলিম পরিবারে, আমার সব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা ধর্ম ভীরু, আমি কারো সাথে আমার ভাবনা গুলো নিয়ে সহজভাবে আলোচনা করতে পারিনি। কিন্তু হঠাৎ করেই ইন্টারনেটে খুঁজে পাই ‘‘মুক্ত-মনা’’ ওয়েব সাইটটির। আমি সন্ধান পাই এক নতুন জগতের। মুক্ত-মনা (www.mukto-mona.com) সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাভাষী মুক্ত বুদ্ধির চচ্চার্য় বিশ্বাসী মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী,সংশয়-বাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকারী মানুষের জন্যে ইন্টারনেটে সবচেয়ে বড় প্লাট ফর্ম। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক,সাহিত্য ও চলমানবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার ‘‘যুক্তিভিত্তিক’’ আলোচনার এক অসাধারণ ক্ষেত্র এই মুক্ত-মনা। মুক্ত-মনা সকল সময় লাঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলে। মানবতার লংঘন কোন মৌলবাদী শক্তি দ্বারাই হোক কিংবা সম্রাজ্যবাদী কোন অপশক্তি দ্বারা, মুক্ত-মনা তার প্রতিবাদ করবেই। আমার দৃষ্টিতে মুক্ত মনার সবচেয়ে বড় দুটো অবদানের একটি হলো বিভিন্ন সময় মুক্তমনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল বিষয় পাঠকের কাছে অতি সহজ ও সাবলিল ভাষায় তুলে ধরা, অন্যটি নতুন লেখক সৃষ্টি করা।

শুধু প্রবন্ধ ও কলাম প্রকাশের মাধ্যমেই শুধু মুক্তমনা তার কাজ শেষ করছে না। মুক্তমনা ‘‘ফান্ড গঠন করে’’ কখনও কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতি গ্রস্থ প্রাইমারি স্কুল নির্মানে সাহায্য করছে- আবার শাহরিয়ার কবিরের মতো মানবতাবাদীদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। বিশ্বের যেখানেই কোন মানবতাবাদী মুক্ত-মনা লাঞ্চিত হচ্ছে ‘‘মুক্ত-মনা’’ সেসকল লাঞ্চিতের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের ডঃহুমায়ুন আজাদই হোন বা পাকিস্থানের ডঃ ইউনুস শেখ । সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সহজ বাংলায় লিখিত বইয়ের সংখ্যা খুবি কম। ‘‘মুক্তমনা’’সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে ‘‘আলো হাতে চলিয়াছে আধাঁরের যাত্রী’’নামে তাদের প্রথম বই প্রকাশ করেছে।

আমার কাছে ‘‘মুক্ত-মনা’’একটি বড় জাহাজ। এর পাঠকেরা এর যাত্রী। যুক্তি এই জাহাজের সার্চ লাইট। কুসংস্কারের অন্ধকার ঠেলে এই জাহাজ আরো এগিয়ে যাবে, যাত্রীদের আলোর সন্ধান দেবে এই কামনা।

জাহিদ
jahid_humanist@yahoo.com